রংপুরের গঙ্গাচড়ায় "খারুভাজ উপজেলা প্রশাসন পার্ক

রংপুর জেলাধীন গঙ্গাচড়া উপজেলায় ইতিপূর্বে কোনো প্রকার বিনোদন পার্ক ছিলো না। তবে এখন গজঘন্টা ইউনিয়নের প্রান কেন্দ্র গজঘন্টা বাজার হতে পশ্চিম দিকে প্রায় ২ কিলোমিটার, মহিপুর শেখ হাসিনা সেতু এর উত্তরে প্রায় ৩ কিলোমিটার, গংগাচড়া উপজেলা হতে পূর্বে প্রায় ৬ কিলোমিটার এবং রংপুর শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে হাবুপাঁচ মাথার ঐতিহ্যবাহী খারুভাজ বিলে নির্মাণ হয় "খারুভাজ উপজেলা প্রশাসন পার্ক"। যাহা গংগাচড়া উপজেলার সাধারণের মানুষের জন্য একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র । ইতিপূর্বে এখানকার বিনোদন প্রিয় লোকজনদের বিনোদনের জন্য ছুটতে হতো শহরাঞ্চলে । এতে তাদের প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট হতো, সাথে অধিক অর্থও ব্যয় হতো, যা সাধারন মানুষের জন্য কষ্টকর বটে। এখন এই দৃষ্টিনন্দনপার্কটি তৈরি হওয়ায় এখানকার বিনোদন প্রিয় মানুষদেরকে আর ছুটতে হবে না শহরাঅঞ্চলে, যার ফলে স্বল্প সময় ও অল্প খরচে বিনোদনের জন্য সাধারণ মানুষ ঘুরতে পারবেন। এটির মাধ্যমে যেমন অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সুস্থ মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে এই বিনোদন পার্কটি।।

গত ১৫ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে রংপুর জেলা প্রশাসক ড. চিত্রলেখা নাজনীন ভিডিও কলের মাধ্যমে পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্ভাবন করেছেন। পার্কটির নাম দেওয়া হয়েছে খারুভাজ উপজেলা প্রশাসন পার্ক।

খারুভাজ বিলে মাছ চাষের পাশাপাশি বিনোদন পার্ক করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নয়ন কুমার সাহা, তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদ তামান্নার দিকনির্দেশনা মোতাবেক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা, উপজেলা চেয়ারম্যান রুহুল আমিন, এবং গজঘন্টা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী,৭ নং ইউপি সদস্য বকুল মিয়াসহ স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় খারুভাজ বিলে বিনোদন পার্ক তৈরি করেন।

দর্শনার্থীরা পার্কটিতে প্রবেশ পথের দুইধারে বিভিন্ন গাছের সমারোহ এবং প্রতিটি গাছের সাথে নাম উল্লেখ থাকায় সহজেই গাছগুলোর সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন। এছাড়াও রাস্তার দু'পাশেই রয়েছে মৎস্য চাষের বিল, এটি খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ হওয়ায় একটু স্বস্তি মিলবে। দর্শনার্থীদের বসার জন্য রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট কুড়ে ঘরের ছাউনি বা ছোট্ট ছোট্ট গোলঘর সহ কিছু বেঞ্চ, এতে পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ক্লান্তি দূর বা মনকে উজ্জীবিত করে অবসর সময় পাড় করতে পারবেন। ভ্রমণপিপাসুদের জন্য রয়েছে নৌকা ভ্রমণের সুযোগ, এতে করে খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশে সময়টা বেশ ভালোই কাটবে। দর্শনার্থীরা আসবেন, বসবেন, হাঁটবেন এতে তাঁদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠবে পুরো পার্কটি। এতে দখল আর দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে বিলটি। শুধু দিনের আলোয় নয় রাতেও অনেক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকায় সৌন্দর্য্যে ভরপুর এই পার্কটি।

গজঘন্টা উমাকান্ত জমিদার বাড়ী

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে উমাকান্ত জমিদার বাড়িটি ব্রিটিশ স্থাপত্যকলায় নির্মিত। জমিদারের বাড়ির দেওয়ালে প্রাচীর নকশাচিত্র যে কোন দর্শনার্থীর মন জয় করবে। জমিদার বাড়ির সামনে একটি বিশাল ইন্দ্রা রয়েছে। বর্তমান ভূ-মালিক বাড়ির কিছু অংশ সংস্কার করেছেন। এই বাড়ির কর্মচারীর বাসস্থানটির একটি মাত্র প্রাচীর গজঘন্টা হাটের দক্ষিণে এখনো পুরানো স্মৃতিবহন করে।

.গজঘন্টা শিব মন্দির

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের গজঘন্টা বাজার থেকে মর্ণেয়াগামী পাকা রাস্তার পাশে ব্রিটিশ স্থাপত্যকলায় এ শিব মন্দির। এটি ১৮৯২ খ্রিঃ কৃষপদ শাহের পুত্র ভৈরব বাবু তৈরী করেন। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ১২ ফিট, প্রস্থ ১২ ফিট এবং উচ্চতা ২০ ফিট। মন্দিরটিতে ৮টি মূল্যবান মূর্তি রয়েছে। তা জমিদারের সন্তানেরা ১৯৪৭ সালে রংপুর কালিবাড়িতে দান করে ভারত চলে যান। বর্তমানে মন্দিরটির স্থাপনা মাটির নীচে ২ ফিট তলিয়ে গেছে।

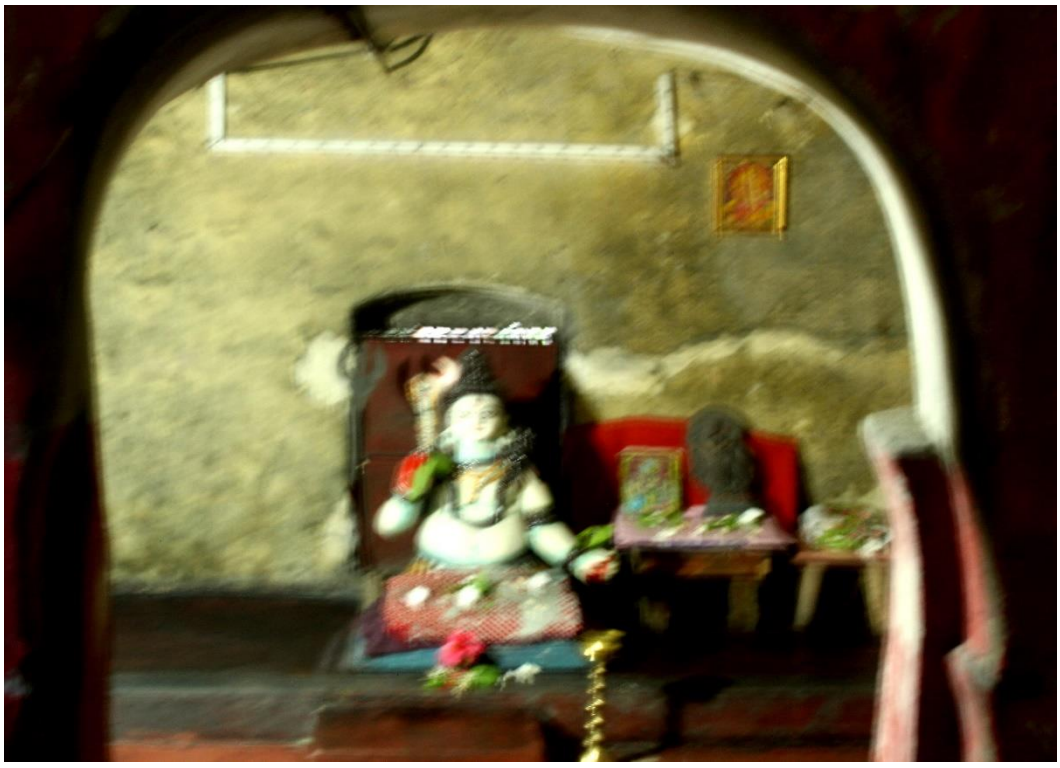

হাবু সাতান্ন জামাত ঈদগাহঃ

রংপুর জেলার সবচেয়ে বড় ঈদগাহ মাঠ হাবু সাতান্ন জামাত ঈদগাহ। ৫৭টি মসজিদের মুসল্লিগণ এক বৈঠকে সম্মিলিতভাবে এক জায়গায় ঈদের নামায পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখনেই এটি হাবু সাতান্ন জামাত ঈদগাহ মাঠ হিসেবে পরিচিত লাভ করে। সেই থেকেই এটি পরিচিত সাতান্ন জামায়াত হাবু ঈদগাহ মাঠ হিসেবে। জানা গেছে, ঈদগাহটি প্রায় ২০০ বছরের পুরনো। ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) মনির চন্দ্র রায় চৌধুরী ১.৪৪ একর জমি দান করেন। পরবর্তীতে সামছুল হক মিয়া 0.৪৫ একর জমি দান করেন। বর্তমানে আয়তন প্রায় পাঁচ একর এর মত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলাস্থ গজঘণ্টা ইউনিয়নের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মানাস নদীর তীরে। এখানে ঈদের নামায আদায় করেন প্রায় লক্ষাধিক মুসল্লি। ঈদের দিন অগণিত মুসল্লির পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে এর আশপাশের জায়গা। এখানে এক সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষ নামাজ আদায় করেন সুনিবিড় ছায়াঘেরা পরিবেশে। অনুকূল পরিবেশের কারণে নামাজে বেশ মনোনিবেশ করেন মুসল্লিগণ। ঈদগাহটিতে রয়েছে বেশ ক'টি বটগাছ যা নামাজী বা মুসল্লিদের ছায়া দেয়। বর্তমানে দূর-দূরান্ত থেকে এসেও মুসল্লিরা এখানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। মহিপুর, পরশুরাম ও মর্নেয়া ইউনিয়নের অগণিত মসজিদভিত্তিক জামায়াতের মুসল্লিও এখানে আসেন ঈদের নামাজ আদায় করতে।